কুমারখালিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হাফিজুর রহমান (৫৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের দবিরমোল্লার গেটে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হাফিজুর রহমান কুমারখালী উপজেলার দবিরমোল্লার গেট এলাকার মৃত দবির উদ্দিন মোল্লার ছেলে।

কুমারখালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান জানান, সোমবার বিকেলে দবির মোল্লা রেলগেটে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে সন্ধ্যার দিকে তার মৃত্যু হয়।

খোকসায় ছাত্রীকে অপহরণের দায়ে মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার খোকসায় নাবালিকা ছাত্রীকে নিয়ে পলাতক এক শিক্ষককে অপহরণ মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত সেই শিক্ষক সাইদুল ইসলামের (৩৫) বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা করেছিলেন ছাত্রীর বাবা। রবিবার (৩০ আগস্ট) দিবাগত রাতে ওই শিক্ষকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, কুষ্টিয়ার খোকসার শোমসপুর ইউনিয়নের সাতপাখিয়া গ্রামের এক ছাত্রীকে আরবি পড়াতেন শিক্ষক সাইদুল ইসলাম। গত ১২ আগস্ট প্রেমের

ফাঁদে ফেলে ওই ছাত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায় দুই সন্তানের জনক শিক্ষক সাইদুল।

এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা খোকসা থানায় অভিযোগ করেন। অবশেষে সেই মামলার জেরে খোকসা থানা পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষকের বাড়ি থেকে অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া ছাত্রীকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য সোমবার (৩১ আগস্ট) সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দৌলতপুরে হুমকির মুখে নদী রক্ষা বাঁধসহ কয়েক হাজার পরিবার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের মহা উৎসব চলছে। স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল প্রতিদিন অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে এই বালি উত্তোলনের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে রায়টা-মহিষকুন্ডি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ফিলিপনগর নদী রক্ষা ব্লক এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ হাজার হাজার মানুষের বসত বাড়ি। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বালি উত্তোলন বন্ধে একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরোধ করা হলেও বালি উত্তোলন বন্ধে প্রশাসন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বালি ব্যবসায়ীরা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ‘ম্যানেজ’ করেই স্থানীয় প্রভাবশালীরা অবৈধ এ বালি উত্তোলন ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। বালি উত্তোলন বন্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ফিলিপনগর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্বেলন করে দৌলতপুরের ইউএনও শারমিন আক্তারের অপসারন ও অবিলম্বে বালি উত্তোলন বন্ধের দাবী করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, ফিলিপনগর এলাকার মামুন, রাজিব, নজু, বাদশাসহ

বেশ কয়েকজন স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন ফিলিপনগর নদী রক্ষা বাঁধের নিচে পদ্মা নদী থেকে প্রতিদিন ট্রলি ট্রলি বালি অবৈধভাবে উত্তোলন করে চলেছে। এ বিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনকে অবহিত করা হলে তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। ফলে ওই প্রভাবশালী মহল পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

অবিলম্বে এই ধরনের অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ না হলে মহিষকুন্ডি-রায়টা নদী রক্ষা বাধসহ ফিলিপনগর নদী রক্ষা ব্লক, ফিলিপনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফিলিপনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিএসএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সসহ কয়েক গ্রামের হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর নদী ভাঙ্গনে বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। এলাকাবাসীর বিরোধীতা সত্তেও অদৃশ্য শক্তির প্রভাব খাটিয়ে বালি ব্যবসায়ীরা কিভাবে এই বালি ব্যবসা করে আসছেন তা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের দিকে অভিযোগ ছুড়ে দেন তারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রশাসন কমিশন নেয়ার কারণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। সরেজমিন নদী ঘুরে বালি উত্তোলনের সত্যতাও পাওয়া গেছে। পদ্মা নদী থেকে প্রতিদিন নির্বিগ্নে বালি উত্তোলন করার ঘটনা দেখা গেছে। নদী থেকে বালি উত্তোলন করে নদীর পাড়ের স্তুপ করে রাখার চিত্র দেখা গেছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ফিলিপনগর গ্রামের বাসিন্দা হায়দার আলী বলেন, স্থানীয় কিছু ব্যাক্তি দীর্ঘ দিন ধরে এই বালি উত্তোলনের কারবার চালিয়ে আসছেন। বারবার প্রশাসনকে অনুরোধ করা হলেও অদৃশ্য কারণে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে বালি ব্যবসায়ী মামুন বলেন, রাজিব, নজু, বাদশা মিলে একসাথে বালির ব্যবসা করছেন। তারা বৈধ ভাবে বালি উত্তোলন করছেন। রাজশাহী-কুষ্টিয়ার মাঝ দিয়ে যে পদ্মা প্রবাহিত সেখানে বালি উত্তোলন করার জন্য সরকারের কাছ থেকে লিজ নেয়া হয়েছে। সে মোতবেক তারা পদ্মার রাজশাহী অংশের ভিতর থেকে বালি উত্তোলন করছেন।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার বলেন, করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় প্রায় এক মাসের অধিক সময় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত ছিলাম। এ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন এসিল্যান্ড।

বালি উত্তোলনের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, সম্প্রতি দুইবার এসিল্যান্ডের নেতৃত্বে নদীতে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালানো হয়েছে। স্থানীয়দের অসহযোগিতার কারণে অভিযানের খবর পেয়ে বালি উত্তোলনকারীরা নদী থেকে পালিয়ে যাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ মাছ উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রোববার (৩০ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে আতারপাড়া চর নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়।

বিজিবি কুষ্টিয়া-৪৭ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক আবু বিনসংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এতে বলা হয়, রবিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলাধীন কুষ্টিয়া (৪৭ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ উদয়নগর বিওপির টহল কমান্ডার নায়েব সুবেদার আরফান আলীর নেতৃত্বে আতারপাড়া চরে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৩৫০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করে বিজিবি সদস্যরা।

মাছগুলো স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে সীমান্ত এলাকার গরিব, অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের এমপির ভাইকে হত্যার ঘটনায় মামলা

কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. আ. কা. ম. সরওয়ার জাহান বাদশার ফুপাত ভাই হাসিনুর রহমান হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

শনিবার রাতে নিহত হাসিনুর রহমানের মামাত ভাই আব্দুল জব্বার বাদী হয়ে আটক মজিবর রহমান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীরসহ অজ্ঞাত আরও ৪-৫ জনকে আসামী করে দৌলতপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নং ৩৭। ত্যার ঘটনায় প্রধান আসামী মজিবর রহমান আটক হলেও অন্য আসামীরা পলাতক রয়েছে।

দৌলতপুর থানার ওসি নিশিকান্ত জানান, হাসিনুর রহমান হত্যার ঘটনায় আব্দুল জব্বার বাদী হয়ে মজিবর রহমান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীরসহ অজ্ঞাত আরও ৪-৫জনকে আসামী করে হত্যা মামালা দায়ের হয়েছে। এ ঘটনায় মজিবর রহমান আটক হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

এদিকে শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় দক্ষিণ–পশ্চিম ফিলিপনগর ফুটবল মাঠে নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে হাসিনুর রহমানকে সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নিজ বাড়ির পার্শ্ববতী ফিলিপনগর ইউনিয়নের ইসলামপুর ঘোষপাড়া মোড়ে পদ্মা নদীর ধারে হাসিনুর রহমান মাছ ক্রয় করতে গেলে মজিবর রহমান পেছন দিক থেকে অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাসিনুর রহমানকে ধারাল হাসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে কুপায়।

এসময় হাসিনুর রহমান মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর হাসপাতালে নেয়। পরে সকাল সোয়া ৯টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ ইসলাম ঘোষপাড়ায় অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে ঘাতক মজিবর রহমানকে আটক করেছে। সে ইসলামপুর ঘোষপাড়া এলাকার মৃত মতালি মিস্ত্রির ছেলে।

প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমিতির চড়া সুদের ব্যবসা

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের সাতগাছিতে ২০০৪ সালে কিছু যুবক একত্র হয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠাতা করে পরে ২০১৬ সালে মিরপুর উপজেলা সমবায় অফিস থেকে রেজিষ্ট্রেশন হয় যার নাম্বার ০৭।

তবে সমবায় অফিসের নিয়ম নীতি কে উপেক্ষা করে বিভিন্ন মাধ্যমকে ম্যানেজ করে উপজেলার ৬ টির অধিক ইউনিয়ন এর গ্রামের অসহায় প্রায় ৩০০ মানুষ কে সুদের বিনিময়ে ঋণ দেন এই সমবায় লিমিটেড যা সম্পূর্ণ অবৈধ। সমবায় অফিস সূত্রে জানাযায় শুধু সদস্যদের মধ্যে অর্থ লেনদেন করা যাবে, কিন্তু সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় লিমিটেড সদস্য বাদেও একাধিক জনের নিকট চড়া সুদে ঋণ দেন।

পরবর্তীতে গরিব মানুষগুলো সময় মত সুদের কিস্তি দিতে না পারলে উক্ত সমবায় লিমিটেডের সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার হুমকি দেয় এবং জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে নিঃস্ব করে দিচ্ছে হতদরিদ্রদের। এছাড়া এই সমবায় লিমিটেডের পোড়াদহ ইউনিয়নে কার্যক্রম করার অনুমতি না থাকলেও তারা দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসেবে ঋণ দিয়ে আসছে।

উক্ত ঋণ বা সুদের টাকা পরিশোধ করতে অনেকেই খুইয়ে দিচ্ছে গরু- ছাগল ও জমি,যার কারণে দরিদ্ররা হয়ে যাচ্ছে হতদরিদ্র। তবে হাজরাহাটির সাতগাছির একাধিক ব্যক্তির সাথে কথা বলে জানাযায় স্থানীয় রফিকুল ও আব্দুর রহিম এর নেতৃত্বে বেশকিছু যুবক আশেপাশের কয়েকটি ইউনিয়ন এর বিভিন্ন এলাকাতে লক্ষ লক্ষ টাকা চড়া সুদে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের টাকা দিয়েছে যা সুদ ও আসল পরিশোধ করতে অসহায় দরিদ্রদের গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি রফিকুল ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বলেন আমরা উপজেলা সমবায় অফিস কে অবগত করে ঋণ দিয়েছি, এছাড়া সদস্য বাদে যাদের ঋণ দিয়েছে তাদের খুব শিগ্রই

সমিতির সদস্য করে নিবো। এসময় তারা আরো বলেন আমাদের কিছু ভুল ও অনিয়ম আছে কিন্তু সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবো।

এ বিষয়ে মিরপুর উপজেলা সমবায় অফিসার মোছাঃ নাজবিন আখতার বলেন একটা সমবায় সমিতি কখোনো সদস্য বাদে ঋণ প্রদান করতে পারেনা,যদি সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য হয় তাহলে সমবায় সমিতির আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় এমপির ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

বিবাদমান দ্বন্দ্বের জের ধরে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) অ্যাডভোকেট আ ক ম সারওয়ার জাহান বাদশার ফুপাতো ভাই হাসিনুর রহমানকে (৫২) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে

শনিবার সকাল ৭টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসিনুর রহমান দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর এলাকার মৃত ডা. জাকির হোসেনের ছেলে। তিনি কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকবছর আগে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উক্ত এলাকায় ঈদের দিন কুপিয়ে শাহাবুল নামের এক যুবককে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা।

শাহাবুলের হত্যার পরে দ্বন্দ্ব আরও প্রকোট রূপ নেয়।

শনিবার সকালে হাসিনুর রহমান বাজারে মাছ ক্রয় করছিলেন। এসময় পিছন দিক থেকে নিহত শাহাবুলের বাবা মজিবর রহমান (৪০) তাকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

এসময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন থেকে সকাল পৌনে ৯টার

দিকে তিনি মারা যান।

দৌলতপুর থানার ওসি তদন্ত নিশিকান্ত জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গৃহবধূ হত্যায় প্রতিবেশীর মৃত্যুদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে প্রতিবেশী গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে কলম মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও জায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কলম মোল্লা দৌলতপুর উপজেলার শেহালা গ্রামের মৃত ছাগরত মোল্লার ছেলে। তিনি নিহত গৃহবধূর প্রতিবেশী ছিলেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি কলম মোল্লা পলাতক ছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালের ২৫ ডিসেম্বর সন্তানদের খেলাধুলা নিয়ে বিরোধের জের ধরে গৃহবধূ পারুলকে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে প্রতিবেশী কলম মোল্লা।

ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পারুল মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় নিহত পারুল খাতুনের বাবা হাবিল শেখ ওই দিনই দৌতলপুর থানায় কলম মোল্লা ও তার স্ত্রী লিপি খাতুনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি কলম মোল্লার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ এবং লিপি খাতুনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করেন।

পরে ২০১৭ সালের ২৫ এপ্রিল অভিযোগ গঠনপূর্বক সাক্ষ্য শুনানি ও বিচারকার্য শুরু করেন আদালত। আসামিপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন

অ্যাডভোকেট মো. মতিয়ার রহমান।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, প্রতিবেশী গৃহবধূকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান এবং তিনি বিচারের সম্মুখীন হতে ভয় পান।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের ১৪ সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনানি শেষে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত।

কুষ্টিয়ায় ট্যাপেন্টা ও ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার

কুষ্টিয়ায় মাদক সম্রাট রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলকে (৪০) ফেন্সিডিল, ট্যাপেন্টাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এ সময় তার কাছ থেকে ১৭৩৬ পিচ ট্যাপেন্টা, ১০ বোতল ফেন্সিডিল ও নগদ ৫লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

বুধবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নতুন কোর্টপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে তিনকে আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলেন নতুন কোটপাড়ার আবু হোসেনের ছেলে আনোয়ার সাঈদ রাসেল, জগতি কৃষকপাড়ার মৃত বদর উদ্দিন বিশ^◌াসের ছেলে আমিরুল ইসলাম ও বটতৈল এলাকার মৃত আখের আলীর ছেলে মহি উদ্দিন।

কুষ্টিয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সহকারী পরিচালক শিরীন আক্তার বলেন আমিরুল ইসলাম ও মহি উদ্দিনদেরকে ট্যাপেন্টা সহ আটক করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুপাতে রাসেল ফার্মেসির মালিকের কাছ থেকে ট্যাপেন্টা কিনেছে।

এরই সূত্র ধরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কর্মকতাদের সহযোগিতায় রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলের বাড়ী তল্লাশি কালে

১০ বোতল ফেন্সিডিল, ১৭৩৬ পিচ ট্যাপেন্টা টাবলেট, নগদ ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার উদ্ধার করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযান চালিয়ে মাদক সম্রাট ও রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলকে আটক করে থানায় হস্তাস্তর করেছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে মাদক আইন মামলা দায়ের করেছেন।

তিনি আরও বলেন, আনোয়ার সাঈদ রাসেলের বিরুদ্ধে মডেল থানায় বেশকিছু মাদক আইনের মামলা রয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, নতুন কোর্টপাড়াসহ ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা, ও ফেন্সিডিল বিক্রি করে আসছে আনোয়ার সাঈদ রাসেল। কিছু প্রভাবশালীদের ছত্রছাঁয়ায় রাসেল দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসায় চালিয়ে আসছে। রাসেল আটক হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে জানান এলাকাবাসী।

সারাদিন সঙ্গেই ছিল ঘাতক, বুঝতেও পারেনি বশির

বশির উদ্দিনের (৫৫) ভ্যানে করে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন তারই পূর্ব পরিচিত রঞ্জু মন্ডল। দু’জন গল্প করেছেন, এক সাথে চা-ও খেয়েছেন। বশির ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি এই রঞ্জুর হাতেই তার প্রাণ যাবে। কুষ্টিয়ার ভ্যানচালক বশির উদ্দিন হত্যার ঘটনায় আটক রঞ্জু মন্ডল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে পুলিশকে।

গত মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলার চরগোপালপুর-মিটন সড়কের পাশে ধান ক্ষেত থেকে বশির উদ্দিনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বাড়ির পাশের উপজেলা কুমারখালীর সাঁওতা গ্রামে।

পরে এ ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। প্রথমে সদর উপেজেলার নগর মোহাম্মদপুর গ্রামে আনজেরা নামে এক গৃহবধূর বাড়ি থেকে বশিরের ভ্যানটি উদ্ধার করে পুলিশ। আনজেরা পুলিশকে জানায়, তার চাচাতো

ভাই রঞ্জু রাতে ভ্যানটি রেখে গেছে। পরে মঙ্গলবার রাতে সাঁওতা গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে আটক হন রঞ্জু।

আটক রঞ্জুর বরাত দিয়ে বুধবার দুপরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুর রহমান পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নিহত বশির ও ঘাতক রঞ্জুর শ্বশুরবাড়ি একই এলাকায়। এরই সূত্র ধরে দুজনের পরিচয়। রঞ্জু নিজের মায়ের খোঁজ খবর রাখতেন না, ভরণ-পোষণও দিতেন না।

তিনি বেশির ভাগ সময় শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। বশিরের বিষয়টি ভাল লাগেনি। তিনি প্রায়ই মাকে ভরণ-পোষণ দেওয়ার জন্য রঞ্জুকে অনুরোধ করতেন। এতে ক্ষুব্ধ হন রঞ্জু। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। এই ক্ষোভ থেকে বশিরকে হত্যার পরিকল্পনা করেন রঞ্জু।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, গত ২৪ আগস্ট সকালে ২০০ টাকা দিয়ে বশিরের ভ্যান ভাড়া করেন রঞ্জু। তিনি সারা দিন বশিরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন। এক সাথে চা-ও পান করেন। এক ফাঁকে বিআরবি ক্যাবলস-এর নিকটে ইট কেনা-বেচার দোকানের সামনে এসে প্রসাব করার কথা বলে ভ্যান থেকে নেমে কৌশলে ১টি ইট নিয়ে লুঙ্গির আড়ালে রেখে পুনঃরায় ভ্যানে ওঠেন রঞ্জু।

পরে রাত ১০টার দিকে চরপাড়া মাঠের মধ্যে বাথরুম পেয়েছে বলে বশিরকে ভ্যান থামাতে বলে। তার কথায় ভ্যান থামালে রঞ্জু লুঙ্গির ভেতর থেকে ইট বের করে বশিরের মাথার মাঝখানে সজোরে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই বশির মারা যায়।

পরে রঞ্জু মৃতদেহটি রাস্তার পাশের ধান ক্ষেতে ফেলে রেখে ভ্যান নিয়ে চলে যায়। ঘাতক রঞ্জু সদর উপজেলার মেটন গ্রামের সালামত মন্ডলের ছেলে।